মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৬১০৬

পর্ব-৩০: মান-মর্যাদা (كتاب المناقب)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ -আলী ইবনু আবূ ত্বালিব (রাঃ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য

اَلْفصْلُ الثَّالِثُ (بَاب مَنَاقِب عَليّ بن أبي طَالب)

আরবী

وَعَن عَليّ قَالَ: كَانَتْ لِي مَنْزِلَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ آتِيهِ بِأَعْلَى سَحَرٍ فَأَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنْ تَنَحْنَحَ انْصَرَفْتُ إِلَى أَهْلِي وَإِلَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ

اسناده حسن ، رواه النسائى (3 / 12 ح 1214) [و ابن خزيمة (902)] ـ (ضَعِيف)

বাংলা

৬১০৬-[২০] 'আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর কাছে আমার এমন একটি বিশেষ সম্মান ছিল, যা সৃষ্টিজীবের মধ্যে আর কারো জন্য ছিল না। আমি সাহরীর প্রথমভাগে তাঁর কাছে আসতাম এবং বাহিরে দাঁড়িয়ে বলতাম, (السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ) "হে আল্লাহর নবী! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক"। অতঃপর যদি তিনি (সালামের জবাব না দিয়ে) গলা খাকরাতেন, তখন আমি স্বীয় গৃহে ফিরে চলে যেতাম (বুঝতাম, তিনি কোন কাজে ব্যস্ত আছেন, এখন প্রবেশের অনুমতি নেই) অন্যথায় তাঁর কাছে প্রবেশ করতাম। (নাসায়ী)

ফুটনোট

সনদ যঈফ: নাসায়ী ১২১৩, কারণ 'আলী (রাঃ) থেকে 'আবদুল্লাহ ইবনু নুজাই-এর শোনার ব্যাপারে সন্দেহ আছে, আন্ওয়ারুস্ সহীফাহ্ ৩৩০ পৃ.; আস্ সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী ১১৩৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (بِأَعْلَى سَحَرٍ) অর্থাৎ তার সময়গুলোর প্রথমে। তা হলো, ছয় ভাগের শেষ ভাগে যেমনটা কাশশাফে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর আমি সালাম দিয়ে তাঁর কাছে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) গলা খাকর দিলে আমি ফিরে যেতাম। তিনি (সা.) গলা খাকর দিতেন সালামের উত্তর দেয়ার পরে বা আগে। কারণ অনুমতির সালামের উত্তর দেয়া জরুরী বা জরুরী নয়। অতঃপর আমি শারঈ কোন বাধা আছে মনে করে বাসায় পরিবারের কাছে ফিরে আসতাম। (মিরক্বাতুল মাফাতীহ)

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আলী ইবনু আবী তালিব (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=86082

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন